গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)
মহাখালী, ঢাকা ১২১২।
টেলিফোনঃ ৯৮৪০৩৭৬, ৯৮৯৮৭৯৬, ৯৮৯৮৬৯১ ফ্যাক্সঃ ৯৮৮০৪৪০
ই-মেইলঃ info@iedcr.gov·bd; ncov@iedcr.gov.bd ওয়েবসাইটঃ www.iedcr.gov.bd

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চীন-সিঙ্গাপুর ফেরত যাত্রী মানেই সন্দেহজনক COVID-19 রোগী নয়

চীন ও সিঙ্গাপুর থেকে প্রতিদিন অনেক যাত্রী বাংলাদেশে আসছেন। চীনের সকল প্রদেশে COVID-19 মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে নি। চীনের যে সব অঞ্চলে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, চীন সরকার সে সব অঞ্চলে গণ কোয়ারেন্টিন ব্যবস্থা জারী করেছে ও সকল প্রকার যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে মহামারী উপদ্রুত এলাকা থেকে কারো বাংলাদেশে আসার সুযোগ নেই। অনুরূপভাবে গোটা সিঙ্গাপুর শহর মহামারী আক্রান্ত নয়। যে সব প্রতিষ্ঠানে ও বাসাবাড়ীতে COVID-19 নিশ্চিত রোগী সনাক্ত হয়েছে সে সব অঞ্চল ও প্রতিষ্ঠানকে সিঙ্গাপুর সরকার শহরের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রোগীদেরকে আইসেলশন ও তাদের সংস্পর্শে আসা সবাইকে কোয়ারেন্টিন করেছে। ফলে সিঙ্গাপুরের COVID-19 উপদ্রুত অঞ্চল থেকে কোন যাত্রীর বাংলাদেশে আসার সুযোগ নেই।

সতর্কতার অংশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশে আগত চীন ও সিঙ্গাপুর ফেরত যাত্রীদের মধ্যে যারা জ্বর-হাঁচি-কাশিতে ভুগছেন তাদেরকে আইসোলেশন করে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও নমুনা পরীক্ষা করছি। বাকীদেরকে যার যার বাসাতে স্বেচ্ছা-কোয়ারেন্টিনে থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

দেশের ভেতরে সম্ভাব্য COVID-19 রোগী সনাক্ত করার জন্য জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগীতা খুবই জরুরী। কিন্তু চীন ও সিঙ্গাপুর ফেরত যাত্রীরা যদি আমাদের আচরণের কারণে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন, তাহলে তাঁরা জ্বর-হাঁচি-কাশিতে ভুগলেও সরকারী স্বাস্থ্য সেবা নিতে নিরুৎসাহিত বোধ করবেন, স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে কুণ্ঠা বোধ করবেন। এর ফলে COVID-19 সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা জনসাধারণকে ধৈর্য ও শান্তভাবে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে সহযোগীতা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি ও যে কোন জিজ্ঞাস্য আইইডিসিআর অথবা নিকটস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় অথবা জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় হতে জেনে নেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে আইইডিসিআর পরিচালক

সাংবাদিকদেরকে নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে আজ বেলা ১১টায় আইইডিসিআর মিলনায়তনে বাংলাদেশে COVID-19, সিঙ্গাপুর ও বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরেন আইইডিসিআর-এর পরিচালক প্রফেসর ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

চীনের উহান ফেরত ৩১২ জন যাত্রীগণ সবাই সুস্থ

কোয়ারেন্টিনকৃত উহান ফেরত বাংলাদেশের নাগরিকদের কোয়ারেন্টিনের ১৪ দিন গতকাল শেষ হয়েছে। তাদের সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে কারো মধ্যে COVID-19 সংক্রমণ পাওয়া যায় নি। কোয়ারেন্টিন পরবর্তি আরো ১০

দিন ৩১২ জনকে সীমিত চলাচল ও নিজেদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি অবহিত করতে আইইডিসিআরএর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতি যে সব নির্দেশনা দেয়া হয়েছেঃ

১. কোয়ারেন্টিন থেকে বাসায় যাবার পথে গাড়ীতে মাস্ক পরবেন। যে যানবাহনে (বাস/ ট্রেন/ লঞ্চ/ বিমান) করে বাড়ি যাবেন তার নাম, নম্বর, যাত্রার সময় আইইডিসিআর-এ জানাবেন
২. যে বাসায় অবস্থান করবেন, খুব জরুরী না হলে সে বাসা বদল করবেন না
৩. যথাসম্ভব জনসমাগম এড়িয়ে চলবেন, বাসার বাইরে যাওয়া অত্যাবশ্যক হলে নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করবেন
৪. নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধোবেন (অন্তত ২০ সেকেন্ড যাবৎ)
৫. অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করবেন না
৬. কাশি শিষ্টাচার মেনে চলবেন (হাঁচি/ কাশির সময় বাহু/ টিস্যু/ কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখুন)
৭. অসুস্থ পশু/ পাখির সংস্পর্শে পরিহার করবেন
৮. মাছ-মাংস-ডিম ভালোভাবে রান্না করে খাবেন

শারীরিক অসুস্থতা (জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি) দেখা দিলে

১. আইইডিসিআর হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করবেন এবং পরবর্তী করণীয় জেনে নেবেন
২. মৃদু অসুস্থতার ক্ষেত্রে নিজ ঘরে অবস্থান করবেন, নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করবেন
৩. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একজন রোগীর সেবা করবেন। তিনি মাস্ক ব্যবহার করবেন ও প্রতিবার রোগীর সংস্পর্শে আসার পর মাস্কটি ঢাকনা যুক্ত বিনে ফেলবেন এবং সাবান-পানি দিয়ে দুই হাত ধুয়ে ফেলবেন (অন্তত ২০ সেকেন্ড যাবৎ)

সিঙ্গাপুর পরিস্থিতি

সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে প্রেরিত সর্বশেষ খবরে আমরা জানতে পেরেছি যে, মোট ৫ জন বাংলাদেশের নাগরিক COVID-19 সংক্রমিত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের মধ্যে ১ জন আইসিইউ-তে আছেন। কোয়ারান্টাইনে আছেন ৫ জন বাংলাদেশের নাগরিক। সিঙ্গাপুরে সর্বমোট ৭২ জন COVID-19 রোগী চিকিৎসাধীন। পরীক্ষায় COVID-19 সংক্রমণ পাওয়া যায় নি ৮১২ জনের, পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় আছেন ১০৭ জন রোগী, এবং সুস্থ হয়ে বাড়ী ফেরত গেছেন ১৮ জন। বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের দূতাবাস থেকেও আমাদেরকে সিঙ্গাপুর পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে।

COVID-19 সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতিঃ (স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা) (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং)

বিষয়	২৪ ঘন্টার সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যাবধি
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	১৫৬৮০	১৭৬৭৬২
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা*	৮১৩৪	৮১৪৩৮
স্ক্রিনিংএর মাধ্যমে বিমান বন্দরে সনাক্তকৃত সন্দেহজনক রোগীর সংখ্যা	০	১
দু'টি সমুদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দর) স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	২১৩	২০৯৮

বিষয়	২৪ ঘন্টার সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যাবধি
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	৪১৫	১১৭৭
অন্যান্য চালু স্থলবন্দরগুলোতে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	৭১৩১	৯৪১৪৭

* গত শুক্রবার ০৭/০২/২০২০ থেকে সকল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট) বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রীকে স্ক্রিনিং করা হচ্ছে।

** কোনো কোনো বন্দর থেকে প্রতিবেদন সময়মত না পেলে তা পরের দিনের সংখ্যার সাথে যোগ করে মোট সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে।

COVID-19 **সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতিঃ (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং)**

বিষয়	২৪ ঘন্টার সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যাবধি
আইইডিসিআর হটলাইনে মোটকলের সংখ্যা	১১২	২২৬৬
আইইডিসিআর হটলাইনে COVID-19 সংক্রান্ত মোট কলের সংখ্যা	৭৮	১৬৭০
আইইডিসিআরএ আগত COVID-19 সংক্রান্ত মোট সেবাগ্রহীতার সংখ্যা	৬	৮৫
COVID-19 পরীক্ষা করা মোট নমুনার সংখ্যা	৩	৬৬
নিশ্চিতকৃত COVID-19এর মোট রোগীর সংখ্যা	০	০

COVID-19 সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে আইইডিসিআর-এর হটলাইন নম্বর এ যোগাযোগ করুনঃ

০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১, ০১৯৩৭১১০০১১

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধোবেন (অন্তত ২০ সেকেন্ড যাবৎ)
- অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করবেন না
- ইতোমধ্যে আক্রান্ত এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন
- কাশি শিষ্টাচার মেনে চলুন (হাঁচি/ কাশির সময় বাহু/ টিস্যু/ কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখুন)
- অসুস্থ পশু/পাখির সংস্পর্শ পরিহার করুন
- মাছ-মাংস-ডিম ভালোভাবে রান্না করে খাবেন
- অসুস্থ হলে ঘরে থাকুন, বাইওে যাওয়া অত্যাবশ্যক হলে নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন
- জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত চীন ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং এ সময়ে অন্য দেশ থেকে প্রয়োজন ব্যতীত বাংলাদেশ ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করুন
- অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণে সাবধানতা অবলম্বন করুন

স্বা/=

অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা
পরিচালক
ফোন নম্বরঃ ০২-৯৮৪২২৭০